কাবার রবের শপথ, আমি সফল হয়েছি

ভালো হয়, যদি আমরা মাঝেমধ্যে রাজনীতি ও দুনিয়ার কোলাহল থেকে দূরে গিয়ে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে কিছু আলোচনা করি। এতে আমাদের অন্তর প্রশান্ত হবে, আল্লাহর কথা স্মরণ হবে এবং আমরা পরস্পর উপদেশ লাভ করতে পারবো। প্রতিটি প্রসঙ্গে উপযুক্ত কথা রয়েছে, তবে আমাদের প্রসঙ্গ ও বক্তব্য কোন অবস্থাতেই তাওহীদ ও জিহাদ থেকে বিচ্যুত হবে না, যার দিকে আমরা মানুষকে আহ্বান করি ও উৎসাহিত করি। কারণ এটিই দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার পথ।

শ্রেষ্ঠ যুগের মুসলিমরা কখনো দুনিয়াবি লোভ-লালসার সাথে জড়িত ছিলেন না; তারা পার্থিব লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে পড়ে থাকতেন না। বরং তাদের মূল ব্যস্ততা লক্ষ্য ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং তাঁর দ্বীনের বিজয় নিশ্চিত করা। তারা দ্রুততার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ছুটে চলতেন ইসলামের সর্বোচ্চ চূড়া তথা জিহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ এর দিকে

ফলে তারা আল্লাহর পথে নিহত হওয়াকে পরম সৌভাগ্য মনে করতেন, আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের খালেস নিয়তে শাহাদাতের পিছনে ছুটতেন। শহীদ হওয়াকে তারা কখোনই ক্ষতি মনে করতেন না! এধরণের কুচিন্তা থেকে তারা ছিলেন বহু দূরে। এই শিক্ষা তারা পেয়েছেন নির্মল উৎস কুরআন ও সুন্নাহ থেকে। যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহর পথে জীবন বিসর্জন দেওয়া এক লাভজনক বাণিজ্য, যার কোনো লোকসান নেই। আর আল্লাহর কালিমা উঁচু করার জন্য নিজের প্রাণকে সস্তায় বিক্রি করতে পারাই চূড়ান্ত সফলতা। কেনই বা হবে না, আল্লাহ তাআলাই তো বলেছেন:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ... ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}،

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসা দেখাব, যা তোমাদের বাঁচিয়ে দেবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে? তা হলো: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখা এবং আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করা... এটাই তো মহাসাফল্য।" [সূরা সাফ্], আরেক আয়াতে তিনি বলেন:

{إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ... وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}،

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে—মারে এবং মরে... এটাই চূড়ান্ত সফলতা।" [সূরা তাওবাহ], ইমাম কুরতুবি (রহ.) বলেন: এই আয়াতটি আকাবা আল-কুবরা এর প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। আকাবার নিকটে সাহাবারা নবী ﷺ কে ঘিরে একত্রিত হয়েছিলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা নবী ﷺ কে বললেন: "আপনি আপনার রবের জন্য ও নিজের জন্য যেভাবে ইচ্ছা শর্ত রাখুন।" নবীজি ﷺ বলেন, "আমি আমার রবের জন্য শর্ত রাখছি, তোমরা একমাত্র তাঁর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে শিরক করবে না। আর নিজের জন্য শর্ত রাখছি—তোমরা আমাকে সেভাবে রক্ষা করবে, যেভাবে নিজের জীবন ও সম্পদকে রক্ষা করো।" তারা জিজ্ঞাসা করলেন, "আমরা যদি এটা করি, আমাদের প্রতিদান কী?" তিনি বললেন, "জান্নাত।" সাহাবারা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "এই বেচাকেনা লাভজনক! আমরা তা ফিরিয়ে নেব না, বাতিলও করব না।"

এই ছিল সাহাবাদের অকপট, দৃঢ় জবাব। যখন তারা আল্লাহর দ্বীন ও তাওহিদের জন্য নিজেদের জীবন উৎসর্গের অঙ্গীকার করছিলেন। তাঁরা চিন্তা করেননি—এই বাইআতের পর তাদের পরিবার ছাড়তে হবে, নির্যাতন ভোগ করতে হবে, হয়তো বন্দি হতে হবে, এমনকি প্রাণ হারাতে হবে; সত্যিই ঘরে বসে থাকলে মৃত্যু থেকে বাঁচা যেত, তবে তোমরা কখনোই মরতে না। অথচ মৃত্যু তো তোমাদের দিকেও আসবে, যদিও তোমরা মজবুত দুর্গে আশ্রয় নাও। যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদেরকে মৃত্যু থেকে বাঁচাও!" মুজাহিদ বলেন: এই আয়াত নাযিল হয়েছে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্রসঙ্গে।" [তাফসির ইবন কাসীর], কিয়ামত পর্যন্ত এই শ্রেণির যত লোক আসবে সকলের ক্ষেত্রে এই আয়াতটি প্রযোজ্য

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের মুজাহিদগণের সমালোচনাকারী এই ঘরবৈঠা বস্তুবাদী লোকগুলো যেন বলতে চায়, যদি তারা আমাদের মতোই বসে থাকত, আর আরামের জীবন বেছে নিত, তবে এটাই তাদের জন্য ভালো হতো! এই মানসিকতা নতুন কিছু নয়; বরং কুরআন তা বহু আগেই তুলে ধরেছে। আল্লাহ তাআলা তাদের সম্পর্কে বলেন:

﴿الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾

"তারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্পর্কে বলতে লাগলো: আমাদের কথামতো চললে তারা নিহত হতো না।" [সূরা আলে ইমরান, ১৬৮], ইমাম ইবনু কাসীর বলেন: "অর্থাৎ, তারা যদি আমাদের পরামর্শ শুনত এবং ঘরে বসে থাকত, তবে নিহত হতো না। তখন আল্লাহ বলেন:

﴿قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾

"আপনি বলুন, তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মরণকে হটিয়ে দেখাও।" অর্থাৎ, যদি

অন্যদিকে, মুজাহিদগণ যতই হত্যা, বন্দিত্ব, আঘাত ও যন্ত্রণার মুখোমুখি হোন না কেন, তবুও তাদের দৃঢ় বিশ্বাস—নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবিদের অনুসরণে যে পথ তাঁরা বেছে নিয়েছেন, সেটিই দুনিয়া ও আখিরাতের প্রকৃত সফলতার পথ। তারা বেঁচে থাকলে ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে বেঁচে থাকেন, নয়তো ঈমান ও প্রতিদানের প্রত্যাশা রেখে শাহাদাতের এভাবে ত্যাগ ও উৎসর্গের যেকোন পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কেননা তারা নিজেদের জান বিক্রি করে দিয়েছেন এক আল্লাহর কাছে, যিনি এটাকে লাভজনক ব্যবসা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তাঁরা আল্লাহর কাছে যা আছে সেটার আশায় দুনিয়া ছেড়ে দিয়েছেন, অস্থায়ী জিনিসকে চিরস্থায়ী জিনিসের উপর প্রাধান্য দেননি। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আল্লাহর কাছে যা আছে, তা-ই চিরস্থায়ী ও উত্তম। ফলে ইসলামের চোখে তারা হয়ে উঠেছেন লাভ ও সফলতার অনুপম দৃষ্টান্ত। যদিও জাহেলিয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকে তা বোধগম্য হবে না।

সীরাতুন্নবীতে এমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের বিবরণ আছে, যা ইসলামের সফলতার মানদণ্ডে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উহুদের যুদ্ধে, যখন মুসলিম সেনাবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল, এবং গুজব উঠেছিল যে রাসূল ﷺ শহীদ হয়েছেন—তখন বড় বড় সাহাবারাও দারুণভাবে প্রকম্পিত হন। ঠিক সেই মুহূর্তে আনাস ইবনে নাযর (রা.) একাকী শত্রুপক্ষের মাঝে ইনগিমাসি হামলা করেন এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান এবং তাঁর মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত করা হয়। এ ঘটনার তাৎপর্য ও দলীলের উৎস (شاهد) হলো, কোনো সাহাবি বলেননি—'তিনি যদি ফিরে আসতেন, তাহলে নিহত হতেন না' বরং তাঁরা বলেছিলেন—'আমরা তো তা করতে পারিনি, যা উনি করে গেলেন।' তারা নিজেদেরই দোষী মনে করেছেন এবং তাঁর মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কারণ, তারা বিশ্বাস করতেন, এইভাবে শাহাদত বরণ করা নিঃসন্দেহে এক অনবদ্য সফলতা। কেনই বা হবে না! তিনি তো দৃঢ়তার সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়েছেন, লক্ষ্য ছিলো মর্যাদা লাভ করেন—উভয় অবস্থাতেই তাঁরা সফল। কিছু মুজাহিদ গন্তব্যে পৌঁছার আগেই শাহাদত বরণ করেন, আবার কাউকে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেন—যেন তিনি জিহাদের পরবর্তি অধ্যায়গুলোতে অংশ নিতে পারেন আর ইসলামের বিজয় প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এটি আল্লাহর তাকদীর ও অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। কিন্তু শেষ পরিণতি কি হলো, সেটাই বিবেচ্য বিষয়।

এই পথে চলার জন্য একজন মুজাহিদের সব চেয়ে বেশি সহায়ক হবে, যদি তিনি সর্বদা প্রতিপালকের শরণাপন্ন থাকেন, এবং একমাত্র তাঁর ওপর ভরসা রাখেন। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয়ে আসে ও তাঁর ওপর নির্ভর করে—সে অত্যন্ত মজবুত আশ্রয়ে ঠাঁই নেয়। আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। এই ঈমান ও নির্ভরতা মুজাহিদকে অটল রাখে, বিশেষ করে যখন চারপাশে বেড়ে যায় নিরাশা ও বিরোধিতার হাওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর দ্বীনের বিজয়, পদ্ধতি ছিলো নবী ﷺ এর পদ্ধতি।

সফলতার আরও একটি স্মরণীয় ঘটনা হলো, 'বিরে মাউনাহ'র ঘটনা। যখন বিশ্বাসঘাতকতা করে কুরআন শিক্ষাদানকারী সত্তর জন সাহাবীকে হত্যা করা হয়। তাদের একজন ছিলেন আনাস বিন মালেকের মামা, হারাম বিন মিলহান (রা.)। ইমাম বুখারী আনাস বিন মালিক (রা.) এর সূত্রে বর্ণনা করেন, হারাম বিন মিলহান রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে যখন আঘাত করা হয়, তখন তিনি নিজের রক্ত তার মুখে ও মাথায় ছিটিয়ে বললেন: "কাবার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি!"
তিনি নিহত হলেন, রক্তে রঞ্জিত হলেন আর দেহ থেকে রুহ বের হওয়ার পূর্বে শুধু একটি কথায় তাঁর যবান থেকে বের হলো- তিনি বললেন, আমি সফল হয়েছি, বরং তিনি এর জন্য শপথও করলেন। কারণ, তাঁর হৃদয়ে দৃঢ় ইয়াকিন ছিলো—এই পথে আত্মত্যাগই প্রকৃত সফলতা।

এই ছিলো শ্রেষ্ঠ যুগের মুসলিমদের সফলতার দৃষ্টিকোণ, যা এই যুগের মানুষদের সম্পূর্ণ বিপরীত।
এখন অধিকাংশ মানুষের ইয়াকিন হয়ে গেছে বস্তুজগতের উপর, ভোগ-বিলাসিতা আর কামনা-বাসনায় ডুবে থাকাই তাদের জীবন। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে সফলতার মাপকাঠি, যতটুকু দুনিয়াবি ভোগ-সম্পদ অর্জন করা যায়, ততটুকুই। তাদের মাপকাঠি একেবারেই বস্তুগত; আর এটা দিয়েই তারা সবকিছু পরিমাপ করতে চায়। ফলে দেখা যায়, তারা আল্লাহর পথে হিজরত করা, স্বদেশ ও পরিবার-সম্পদ ত্যাগ করে আরামের জীবন ত্যাগ করে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়া মুজাহিদদের 'অসফল' মনে করে। কারণ বস্তুবাদের চোখে তারা শুধু দেখে মুজাহিদগণের গরিবী অবস্থা, মাটির বিছানা, আকাশের ছাদ আর মারামারি, কাটাকাটির জীবন। এর সেই চিরন্তন সুসংবাদও এ বিশ্বাসকে আরও জোরালো করে:

(لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي قائمةً بأمرِ الله، لا يضرهم من خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله)

"আমার উম্মতের একটি দল সবসময় আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না—যতক্ষণ না আল্লাহর হুকুম এসে যায়।" [সহীহ মুসলিম], সুতরাং, অভিনন্দন তাদের জন্য—যারা এই দলের অন্তর্ভুক্ত থেকে ধৈর্য ও দৃঢ়তা নিয়ে পথচলা অব্যাহত রেখেছেন। তারা কেউ শাহাদতের কাফেলায় সম্মানিত, কেউবা বিজয়ীদের প্রথম সারিতে নেতৃত্বদানকারী। উভয় অবস্থাতেই রয়েছে সুস্পষ্ট বিজয়। আর শেষ পরিণতি তো তাকওয়াবানদেরই জন্য, কিছুকাল পর হলেও।